রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৬ সনের ১০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ৫, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৭—২৭৮
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬৯—২৯২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯—৯৯
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮৫—২৯২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ৩১-০৩-০৮ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ মাঘ ১৪৩২/ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৬.২৪-১০**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান সবুজ (১৭৩৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব, সাময়িক বরখাস্ত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক নিজ একাউন্ট 'Sadiqur Rahman Sabuz' হতে আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করেছেন, যা অনভিপ্রেত এবং কর্মকর্তা সুলভ নয়। সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় এ ধরনের বক্তব্য প্রদান "সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)" এর পরিপন্থি এবং "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর আওতায় বিবেচনাযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা হতে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ০৫/২০২৫) রুজু করা হয়। ১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে ৭৮ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, ০৬-০৪-২০২৫ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ০৪-০৫-২০২৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণপূর্বক অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্তপ্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান সবুজ (১৭৩৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব, সাময়িক বরখাস্ত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

০৪। সেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা সাপেক্ষে জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান সবুজ (১৭৩৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব, সাময়িক বরখাস্ত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর-কে 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে আনীত ০৫/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলার দায় হতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৭(৮) মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং একই বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(৩) অনুযায়ী প্রত্যাহার করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২ (এ) অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্ত শুরুর তারিখ অর্থাৎ ৩০-১২-২০২৪ তারিখ হতে ০৫-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৮ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭০.২২.১০০—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৯১৮২ মেজর মোঃ আহসান হাবীব, বিএসপি, পদাতিক-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৯.২৫.৭৮**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোসাঃ জেবুন নেসা খানম, পিতা-আবদুল খালেক খান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীন আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪৩২/০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৬.২৫.৮৬**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা- মোঃ আজমল হক ভূঞা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীন আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৪০.২৫.৮৭**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব এ. টি. এম রেজাউন, পিতা- এম. এ. মান্নান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীন আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৩৯.২৫.৮৮**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, পিতা- মোঃ ওবায়দুর রহমান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীন আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৩০.২৫.৮৯**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা- মোঃ আবু তাহের মিয়া-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগদান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীন আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Natories Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪৩২ ব./১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

নং ৩০.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০২.২৩-০৬—International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14, Volume-1 এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক জারীকৃত Air Navigation Order (ANO) 14, Volume 1 মোতাবেক বাংলাদেশের সকল বিমানবন্দরের জন্য নির্ধারিত Obstacle Limition Surface (OLS) এর আলোকে Aerodrome Reference Point (ARP) হতে ১৫ কি. মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত সকল স্থাপনা এবং ১৫ কি. মি. ব্যাসার্ধের বাইরে অবস্থিত ১৫০ মিটার এর অধিক উচ্চতার সকল স্থাপনা নির্মাণে বেবিচক হতে উচ্চতার ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় সকল বিমানবন্দরের OLS প্রতিবন্ধকতামুক্ত রেখে নিরাপদ বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কেন্দ্রীয় OLS পর্যবেক্ষণ কমিটি নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) সদস্য (এটিএম), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

সদস্যবৃন্দ

(২) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

(৩) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

(৪) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার)

(৫) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি

(৬) জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (NSI) এর প্রতিনিধি (যুগ্ম পরিচালক পদমর্যাদার)

(৭) বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি (পুলিশ সুপার পদমর্যাদার)

(৮) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশ এর প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

(৯) ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশ এর প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার)

(১০) পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

সদস্য-সচিব

(১১) পরিচালক (এটিএম), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)

চেয়ারম্যান (বেবিচক) উপরিউক্ত কমিটির কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত অনধিক ০২ (দুই) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

০২। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) বিমানবন্দরের OLS সমূহে ও আশেপাশের এলাকায় অবস্থিত সকল ভবন/স্থাপনা পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনে পরিদর্শনকরণ।

(খ) অতিরিক্ত উচ্চতার ভবন/স্থাপনা চিহ্নিতকরণ ও পরিদর্শন।

(গ) অবৈধ ভবন/স্থাপনা অপসারণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

(ঘ) কমিটি কার্যক্রমের প্রতিবেদন চেয়ারম্যান (সিএএবি) এর নিকট পেশ করা এবং কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
যুগ্মসচিব।

সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪৩২ ব./১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

নং **৩০.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৪.২১.০৭**—National Civil Avation Security Commmittee (NCASC) এর সুপারিশ মোতাবেক গত ২০-০৮-২০১৯ তারিখের ৭২৯ নং স্মারকমূলে পুনর্গঠিত "জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটি NCASC কমিটি" নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

(ক) **কমিটির গঠন:**

সভাপতি

১. মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রতিমন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

৪. সদস্য বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৫. অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৬. অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক (বিশেষ শাখা), বাংলাদেশ পুলিশ

৭. যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৮. যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার প্রতিনিধি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

৯. সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ

১১. সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

১২. পরিচালক (পরিচালন ও পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

১৩. রাষ্ট্রাচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৪. পরিচালক (বহিস্থ), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা

১৫. পরিচালক (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর

সদস্য-সচিব

১৬. সদস্য (নিরাপত্তা), বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

(খ) **কমিটির কার্যপরিধি:**

(১) বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলায় কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ও অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(২) জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ, দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;

(৩) জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা নীতির প্রস্তাব প্রণয়ন ও বিদ্যমান নীতি সংশোধন সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন;

(৪) বিমানবন্দরের বিদ্যমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সম্প্রসারণ এবং নতুন বিমানবন্দর নির্মাণকালে অবকাঠামোগত নিরাপত্তা সুবিধা প্রবর্তনের বিষয়াদি নিশ্চিতকরণ;

(৫) বিমানবন্দর নিরাপত্তা কমিটিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনাকরণ;

(৬) বিমান চলাচল নিরাপত্তার ন্যূনতম মান বজায় রাখার নিমিত্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন এবং সামগ্রিকভাবে বিমান চলাচল নিরাপত্তার মান বৃদ্ধিকরণ; এবং

(৭) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেপিআই সম্পর্কিত নির্দেশনা বিবেচনা সাপেক্ষে জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সে মোতাবেক পরামর্শ প্রদান।

(গ) **এড-হক সদস্য:** কমিটির স্থায়ী সদস্য ব্যতীত সভাকে প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মতামত প্রদানের নিমিত্ত এ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এড-হক সদস্য হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(ঘ) **প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত উপকমিটি**: কোনো নতুন কার্যক্রম, ব্যবস্থা ও বিধানসমূহ পর্যালোচনা এবং এর যথার্থতা যাচাই/পর্যালোচনার নিমিত্ত প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত উপকমিটি গঠন করা যাবে।

(ঙ) **সভা আহবান**: সভাপতি বছরে ন্যূনতম ০২ (দুই) বার সভা আহ্বান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
যুগ্মসচিব।

বিমান-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ মাঘ ১৪৩২/ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **৩০.০০.০০০০.০০০.০১৭.৯৯.০২২৫.২৬-১০৪**—উত্তরা পশ্চিম থানা, ডিএমপি, ঢাকায় দায়েরকৃত মামলা নং-০৪, তারিখ: ০১-০২-২০২৬ মোতাবেক বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মোঃ সাফিকুর রহমান (আইডি: জি-৫৩৭২১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০০৫) এর ৪(২)(খ)/৩০ ধারার আওতায় গ্রেফতার হয়েছেন। বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ (সার্ভিস) রেগুলেশন্স, ১৯৭৯ এর রেগুলেশন নং-৫৫ অনুযায়ী শৃঙ্খলা ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিমান (Bangladesh Biman) (রহিত Bangladesh Biman Order, 1972 পুনর্বহাল এবং সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর 30(c) ধারার ক্ষমতাবলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পদে ড. মোঃ সাফিকুর রহমান এর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ শাকিলা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পাণিসম্পদ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **৩৩.০৫.০০০০.১১৮.০৫.০০৬.০৮.৪০**—বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ইনস্টিটিউট এর 'পরিচালনা বোর্ড' পুনর্গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

১. মাননীয় উপদেষ্টা/মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ভাইস-চেয়ারম্যান

২. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

৩. সদস্য (কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান) পরিকল্পনা কমিশন

৪. উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

৫. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

৬. অর্থ বিভাগের অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার ১ (এক) জন প্রতিনিধি

৭. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৮. ড. ছাদেক আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

৯. ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দপ্তর প্রধান, ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা

১০. ডা: সফিউল আহাদ সরদার, প্রাক্তন পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

১১. মিজ ইয়াসমিন রহমান, ডিরেক্টর, প্যারাগন গ্রুপ, প্যারাগন হাউজ, ৫, মহাখালী, ঢাকা

সদস্য-সচিব

১২. মহাপরিচালক, বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

০২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিকুল আলম
উপসচিব।

প্রাণিসম্পদ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৪.০০১.২০(অ-১)-৮৩**—যেহেতু, বিসিএস (পশুসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ কাওসার আলী (গ্রেডেশন নং-১৫২১), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৫ম গ্রেডভুক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/সমমান পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান অনুযায়ী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

০২। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

০৩। সেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী ডাঃ মোঃ কাওসার আলী (গ্রেডেশন নং-১৫২১), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৫ম গ্রেডভুক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/সমমান পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত)-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ ফাল্গুন ১৪৩২/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৩৮.২৫-৪৩৭**—যেহেতু জনাব কল্লোল বিশ্বাস (পরিচিতি নম্বর-১০৯১৩০৩৮), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন কার্যালয়: মনিরামপুর, যশোর) এর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-১৮/২০২৫ রুজু করা হয় এবং তদন্তে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান মোতাবেক জনাব কল্লোল বিশ্বাস (পরিচিতি নম্বর-১০৯১৩০৩৮), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া (প্রাক্তন কার্যালয়: মনিরামপুর, যশোর)-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

১। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকলীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৬ মাঘ ১৪৩২/০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০৩৬.১৮-৭২**—যেহেতু, জনাব মো: হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭) সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে আরআরএফ, রাজশাহী-তে কর্মরত আছেন। তিনি অফিসার ইনচার্জ হিসেবে রাজুনিয়া থানা, চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়;

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নি:) মো: ইসলাম আলী মোল্লা আসামি মো: ইব্রাহিম মোল্লা-কে (রাজুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-০৭/২১, তা: ১৯-০২-২০১৭ ধারা ৩৭৯ দ:বি:) তার (জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির) মৌখিক নির্দেশে কোনো রকম পিসিপিআর যাচাই বাছাই ছাড়া গত ২৬-০২-২০১৭ তারিখে উক্ত চুরি মামলায় গ্রেফতার দেখান। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার (জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির) মৌখিক নির্দেশে উক্ত আসামিকে রিমান্ডের জন্য আবেদন করেন এবং তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলা হতে মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে অব্যাহতি প্রদান করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সত্য নং-১৯, তারিখ:২৮-১১-২০১৭ দাখিল করেন এবং বিজ্ঞ আদালত উক্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন; এবং

(খ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে রাজুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-১৩, তা: ২৬-০২-২০১৭ এর মত একটি স্পর্শকাতর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই হায়দার আলী আকন তার (অভিযুক্তের) নির্দেশে এজাহার নামীয় আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেন। কিন্তু উক্ত মামলার ভিকটিম ইসরাত সুলতানা তাহিন, পিতা মোঃ জসিম উদ্দিন, স্কুল শিক্ষক ওমর ফারুক ও প্রত্যক্ষদর্শী ৭ম শ্রেণির ছাত্র মোঃ ওয়াহেদ আলম পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নিঃ) মোঃ দেলোয়ার হোসেনকে ১৬১ ধারায় লিখিত জবানবন্দিতে জানান যে, উক্ত মামলার এজাহারে অপ্রীতিকর শ্লীলতাহানির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে মামলা রুজু হয়েছে উক্ত দিনে ঐ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নাই। মামলাটির তদন্ত তদারকী কর্মকর্তা মোঃ মশিউদ্দৌলা রেজা (পিপিএম), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর), চট্টগ্রাম তার স্বাক্ষরিত ২০-০৩-২০১৭ তারিখের তদন্ত তদারকীর নির্দেশাবলিতে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬১ ও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩-এর ২২ ধারা মতে ভিকটিমের জবানবন্দী গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা দিলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা তা না করে দায়সারা তদন্ত করেছেন। দায়েরকৃত মিথ্যা ও কাল্পনিক মামলার ঘটনার সত্যতা না পাওয়ায় পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই (নি:) মোঃ দেলোয়ার হোসেন, রাজুনিয়া মডেল থানা, চট্টগ্রাম তদন্ত শেষে চূড়ান্ত রিপোর্ট তথ্যগত ভুল নং-০৪, তারিখ: ০৭-০৬-২০১৭, ধারা-১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩) বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত উক্ত চূড়ান্ত রিপোর্ট গ্রহণ করে আসামি মোঃ ইব্রাহিম মোল্লাকে উক্ত মিথ্যা মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

(গ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাজুনিয়া থানার অপমৃত্যু মামলা নং-৫/১৬, তারিখ-২৭-০৭-১৬ এর ভিকটিম মৃত মো: ইকবাল হোসেনের সুরতহাল রিপোর্ট করার সময় ভিকটিমের পিতা মো: নুর হোসেন ও বোন রিনা আক্তার মামলার ঘটনাস্থলে ও থানায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সুরতহাল রিপোর্টে তাদের সনাক্তকারী হিসেবে কোনো স্বাক্ষর বা টিপ সহি নেওয়া হয়নি। সুরতহাল রিপোর্ট পর্যালোচনায় ০১ নং আসামী মো: সৈয়দ আলম এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। ভিকটিম ইকবাল হোসেনের পিতা মো: নুর হোসেন পুত্র হত্যার মামলা করার জন্য ২ মাস যাবত তার নিকট ঘুরাফেরা করা সত্ত্বেও কোনো মামলা রুজু করেননি। পরবর্তীতে বাদী নিরূপায় হয়ে গত ১৯-০৯-২০১৬ তারিখে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রামে আসামি ১। মো: সৈয়দ আলম ২। বুলেট প্রকাশ বুলেইট্যা ৩। মো: জাহিদুল ইসলাম ৪। মো: মামুন ৫। আলমগীর সিরাজদীদের বিরুদ্ধে সিআর মামলা নং-২২৭/১৬, তারিখ: ১৯-০৯-২০১৬ ধারা-৩৪২/৩৬৫/৩০২/২০১ /৩৪ দ:বি: দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত অভিযোগটি সরাসরি এফআইআর হিসেবে গণ্য করে তাকে ৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে দীর্ঘ ১২ দিন পর রাজুনিয়া মডেল থানার মামলা নং-১ তারিখ: ১-১০-১৬ ধারা-৩৪২/৩৬৫/৩০২/২০১/৩৪ দ: বি: রুজু করেন। তার এহেন বিলম্বে মামলা রুজুর কারণে এজাহার নামীয় ১নং আসামি মোঃ সৈয়দ আলম ও ৪নং আসামি মো: মামুন বাংলাদেশ হতে বিদেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়; এবং

(ঘ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে রিক্সাচালক কবির আহম্মদ এর কন্যা ভিকটিম জান্নাতুল ফেরদৌস (১৩) পার্শ্ববর্তী প্রভাবশালী মো: শাহ আলম এর বাড়িতে ঝিয়ের কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন উক্ত শাহ আলম কর্তৃক অবৈধভাবে গর্ভবর্তী হয়ে পড়ার ঘটনা আড়াল করার লক্ষ্যে ভিকটিমের আপন ভাই মোঃ সফুর (১৬) এর বিরুদ্ধে রাজুনিয়া থানায় মামলা নং-১২ তারিখ: ৯-০৫-২০১৫ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারা রুজু করেন। তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিকটিমের আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা রুজু করেন। তিনি আসামিকে ভিকটিমের গর্ভপাত করানোর সুযোগ দেওয়ায় ডিএনএ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি; এবং

(ঙ) তিনি রাজুনিয়া থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে সরফভাটা মীরেরখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ অহিদুল ইসলাম (৪২), পিতা-মৃত আবুল হোসেন এর সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান এর স্কুল কেন্দ্রিক বিরোধ থাকায় পরিকল্পিতভাবে চেয়ারম্যানের অনুগত জনৈক জাহাঙ্গীর আলমের ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া কন্যা লিমা আক্তারকে স্কুল চলাকালীন যৌনপীড়নের কথিত অভিযোগে রাজুনিয়া থানার মামলা নং-৫ তারিখ: ৭-০২-২০১৭ ধারা-নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় রুজু করেন। ফলে শিক্ষক অহিদুল ইসলামকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র বদলি হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা এসআই/মুজিবুর রহমান তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা না পাওয়ায় স্কুল শিক্ষক অহিদুল ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

(চ) তিনি উক্ত থানায় কর্মকালে মো: ইব্রাহীম মোল্লা, পিতা মৃত মো: আব্দুর রহমান এর সাথে স্থানীয় চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম ও হোসনাবাদ ইউপি চেয়ারম্যান মীর্জা নাজিম উদ্দিন খোকন এর ব্যবসায়িক বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ইব্রাহীমকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হুমকি ধমকি দেয়। পরবর্তীতে মোঃ ইব্রাহীম হয়রানী থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গত ১৮-০১-১৭ তারিখ পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ বরাবর অভিযোগ করেন। তিনি উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট হতে বিপুল অর্থের বিনিময়ে পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় খিলামোগল রসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ইসরাত সুলতানা তাহিনকে ইভটিজিং করেছে মর্মে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহমানের মাধ্যমে এজাহার নিয়ে মোঃ ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে রাজুনিয়া থানার মামলা নং-১৩, তা: ২৬-০২-২০১৭ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ১০ ধারা রুজু করেন। একই দিনে রাজুনিয়া থানার মামলা নং-৭/২১, তারিখ: ১৯-০২-২০১৭, ধারা-৩৭৯ দঃ বিঃ সহ বর্ণিত দুইটি মামলায় মোঃ ইব্রাহীমকে আদালতে সোপর্দ করেন। উক্ত মামলা দুইটিতে মোঃ ইব্রাহীম ০৪ মাস হাজতবাস করেন। পরবর্তীতে মামলা দুইটির তদন্তকারী অফিসার এসআই/দেলোয়ার হোসেন ও এসআই/ইসলাম আলী মোল্লা আসামি মোঃ ইব্রাহীমকে মামলা হতে অব্যাহতি দিয়ে আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, উপরে বর্ণিত ০৬টি অভিযোগের ভিত্তিতে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রাজশাহী (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, রাজুনিয়া থানা, চট্টগ্রাম জেলা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর ৩৬/২০১৮ রুজুকরত: অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক কারণ দর্শানো হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। ব্যক্তিগত শুনানি শেষে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, পিপিএম (বিপি-৬৯৯৯০৭১০৫৫), অতিরিক্ত ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অভিযোগসমূহের মধ্যে উপর্যুক্ত ক্রমিক (ঘ)-এ বর্ণিত অভিযোগ ব্যতীত ০৫টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর ০৫টি অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(খ) মোতাবেক গুরুদণ্ডের আওতায় কেন তাকে চাকরি হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" করা হবে না সে মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন। জবাবে তিনি "চাকরি হইতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি-নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ এর বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষীদের জবানবন্দি, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি পুনরায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় এবং ২য় কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অদক্ষতা" ও "অসদাচারণ" এর অভিযোগে জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭)-কে 'গুরুদণ্ড' হিসেবে চাকরি হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার-কে চাকরি হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির (বিপি নং-৬৭৯০০০০০৪৭), সহকারী পুলিশ সুপার, আরআরএফ, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জনাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত "অদক্ষতা" ও "অসদারণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(খ) মোতাবেক "গুরুদণ্ড" হিসেবে চাকরি হইতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৫ মাঘ ১৪৩২বঙ্গাব্দ/০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.

নং-**০৭/২০২৬/কাস্টমস/৫৯**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স ফু-ওয়াং বোলিং এন্ড সার্ভিসেস লি. [বন্ড লাইসেন্স নং-১৪৭০/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৩, তারিখ: ১৬-০১-২০১৩ খ্রি.] নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণী (Duty Free Shop) এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ (মার্কিন ডলার)
১	সিগারেট	১৮,৮০২.২০
২	লিকার	৫১,৩১০.০০
৩	পারফিউর	১,২০৬.৭২
	মোট	**৭১,৩১৮.৯৩ (একাত্তর হাজার তিনশত আঠারো দশমিক নয় তিন) মার্কিন ডলার**

নং-**০৮/২০২৬/কাস্টমস/৬০**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স টস্ বন্ড (প্রাঃ) লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০২/কাস-এসবিডব্লিউ/১৯৭৯, তারিখ: ১৯-০১-১৯৭৯ খ্রি.) এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৫-২৬ অর্থবছরের নির্ধারিত আমদানি প্রাপ্যতা
১.	মেসার্স টস্ বন্ড (প্রাঃ) লিমিটেড	১৩,০০,০০০.০০ (তেরো লক্ষ) মার্কিন ডলার

তারিখ: ২৭ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং-**০৯/২০২৬/কাস্টমস/৬৯**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২(২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউজ লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৭কাস-এসবিডব্লিউ/৮১, তারিখ: ১১-০৪-১৯৮১ খ্রি.) এর অনুকূলে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৫-২৬ অর্থবছরের নির্ধারিত আমদানি প্রাপ্যতা
১.	মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউজ লিমিটেড	৫,৫০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) মার্কিন ডলার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০২৮.২৫.৭৭**—The Notaries Ordinance, 1961 এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব এস.এ.বি. বাকিউল হক, পিতা-এস. এ. বি. সিরাজুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারি হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারিরূপে নিয়োগ দান করা হইল:

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারিরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964 এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারিরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসান মাহমুদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৭ মাঘ ১৪৩২/১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৬.০২৫.২৪.৯৯**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৫.২৫.১২৮৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন-কে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরে বদলিপূর্বক প্রেষণে পদায়ন করায় এ বিভাগ হতে গত ১৮-১১-২০২৫ তারিখ অবমুক্ত করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ এবং ২০১৩) এর ধারা-৪ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সভাপতি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো; এবং

২। জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-কে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা সমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এস, টি, এ, পারভীন
সহকারী সচিব (বিকল্প কর্মকর্তা)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রি.

নং-**৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৭.২০২০.১১১**—যেহেতু ডা. মিনাক্ষী চাকমা (৪০৫৮৭), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি এন্ড অবস), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি এর বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী কর্মস্থল ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উক্ত হাসপাতালের জন্য এমএসআর সরঞ্জাম ক্রয় কার্যক্রমে যাচাই কমিটির সদস্য হিসেবে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও দর যাচাই না করা, তিনটি প্রতিষ্ঠানের নামে প্যাডে ভুয়া দর দেখিয়ে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে বাজারদর দাখিল করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন/আত্মসাৎ করার চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৬৩ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, গত ০৪-০১-২০২১ খ্রি. তারিখের ০৩ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং গত ১০-০৯-২০২৫ খ্রি. তারিখে তার শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক অব্যাহতি পেয়েছেন;

সেহেতু, ডা. মিনাক্ষী চাকমা-কে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো। পাশাপাশি, সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৬৩ নং স্মারক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সমায়িক বরখাস্তের সময়কে বিধিমোতাবেক কর্মকালে হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং-**৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৫.২০২২-০১(১)**—যেহেতু জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-তে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থ তছরূপ, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অসদাচণমূলক অভিযোগের বিষয়টি বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯-১১-২০২৩ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০০৫.২০২২-৯৫নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কোনো জবাব না দেওয়ায় গত ১১-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে পুনরায় তাঁর নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তারপরও জবাব না পাওয়ায় গত ২১-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি উক্ত পত্র পাননি মর্মে উল্লেখপূর্বক লিখিত জবাব গত ২৯-০১-২০২৫ তারিখে দাখিল করেন। তিনি তার জবাবে ব্যক্তিগত শুনানীর বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য বিএমইটির পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ রানা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্ত শেষে গত ০৮-১০-২০২৫ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান এর বিরুদ্ধে আনীত ৫টি অভিযোগের মধ্যে ৩টি অভিযোগ-এসি ক্রয়, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান ও রেজিস্টার সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনার সত্যতা রয়েছে মর্মে দেখা যায়, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ)নং বিধিমতে 'অসদাচরণ'-এর পর্যায়ভুক্ত। তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন; এবং

৪। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-এর বিরুদ্ধে অনীত 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং সে প্রেক্ষিতে গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৭(৯) অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকরি হতে বরখাস্ত বা বিধিতে বর্ণিত যে কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না-তা জানতে চেয়ে গত ২২-১২-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গত ২৮-১২-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য না মর্মে উল্লেখ করে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এবং অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত উভয় পক্ষে বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রমাণক পর্যালোচনায় জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-এর বিরুদ্ধে অনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তাঁর দাখিলকৃত জবাবে বর্ণিত অসুস্থতার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ অনুযায়ী তার ক্ষেত্রে লঘুদণ্ড আরোপযোগ্য বলে বিবেচিত হয়; এবং

৬। সেহেতু, জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী জনাব মির্জা ফিরোজ হাসান, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা [সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), লক্ষীপুর টিটিসি]-কে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এই দণ্ডাদেশ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০১(এক) বছর বলবৎ থাকবে।

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১১ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৫৯.২১-০৩**—যেহেতু, জনাব রীনা আখতার জাহান, অধ্যক্ষ, টিটিসি, কেরানীগঞ্জ (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা)-আর্থিক অনিয়ম ও অদক্ষতা অভিযোগ বিএমইটি কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর (খ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও ৩(ঘ) অনুযায়ী 'দুর্নীতি পরায়ণতার' অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (নং-০৬/২০২২) রুজু করে গত ২৮-০৩-২০২২ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭. ১৫৯.২০২১-২৩নং পত্রের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব রীনা আক্তার অধ্যক্ষ টিটিসি, কেরাণীগঞ্জ (সাবেক অধ্যক্ষ, টিটিসি বিজেটিটিসি) তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ বিচার বিশ্লেষণপূর্বক অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান এবং একইসাথে ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬-০৬-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের গুরুত্ব ও বাস্তবতা বিশ্লেষণের নিমিত্ত অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কমিটি গত ১৭-১০-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত পর্যালোচনা করে কতিপয় বিষয়ে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হওয়ায় কতিপয় বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালায় ২০১৮ এর ৭(৭) বিধি অনুসারে পুন:তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয় ও পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, পুন:তদন্ত বোর্ড কর্তৃক গত ০৪-০১-২০২৬ তারিখে পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পুন:তদন্ত বোর্ড বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসিতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে জনাব রীনা আখতার জাহান যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেগুলো নিতান্তই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থেই সরল বিশ্বাসে সম্পাদন করেছেন এবং পিপিএ ২০০৬ অনুসারে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবেচনাযোগ্য মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। অভিযুক্ত অধ্যক্ষের জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র, নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়নের অভিপ্রায়ে কার্যক্রম সম্পাদন করলেও অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র তথ্য প্রমাণ, তদন্ত প্রতিবেদন এর প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও বিধি (ঘ) মোতাবেক দুর্নীতির অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অপরাধের গুরুত্ব যাচাই করে সার্বিক বিবেচনায় এবং মানবিক কারণে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৫। সেহেতু, জনাব রীনা আখতার জাহান, অধ্যক্ষ, টিটিসি, কেরানীগঞ্জ (সাবেক অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতে প্রদান করা হলো।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪৩২/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং-**৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৬.২৪.-৩৯(১)**—যেহেতু, জনাব কাজী মাহফুজুল করিম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিবার পকিল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ-এর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করায় গত ২০-১১-২৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানির বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং মতামত প্রদান করে যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগটির সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড আরোপে প্রস্তাব করে ১২-১১-২০২৫ তারিখের **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.১৪৬.২৪.-৩০৪**নং স্মারকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করতে বিনীত আবেদন জনান;

৫। সেহেতু, জনাব কাজী মাহফুজুল করিম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ময়মনসিংহ বর্তমানে সহকারী পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নেত্রকোনা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা,২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। তিনি বর্তমানে শারীরিকভাবে অসুস্থ্য। তার অসুস্থতার বিষয়টি বিবেচনা করে তাকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণের' অপরাধে ২ বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হলো।

৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জনাব মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ফাগুন ১৪৩২/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নং-**৪৮.০০.০০০০.০০০.০০১.৩৩.০২০৪.২৫.৮১**—বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বিএসআর পার্ট-১) এর বিধি ৪২ এবং ৩০০ (বি) বিধি অনুযায়ী জনাব নাফি সিনহা, "সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী" এর অনুকূলে ২৮-১২-২০২৩ তারিখ হতে ০৬-০৮-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন পদের (চিত্রগ্রাহক গ্রেড-২, বাংলাদেশ টেলিভিশন) চাকরিকাল বর্তমান চাকরির সাথে শুধুমাত্র পেনশন গণনা ও বেতন সংরক্ষণের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো:

(ক) পূর্বপদের চাকরিকাল পেনশনযোগ্য হিসেবে গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন গণনা করা হবে না;

(খ) এ আদেশে তাঁর সরকারি চাকরির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে;

(গ) এ ধারাবাহিকতা কেবল পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা হবে না।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুসরাত জাহান
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.১৮.০২৭.১৬—ওয়াকফ অধ্যাদেশ ১৯৬২-এর ১৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অধ্যাদেশের ২০ ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ওয়াকফ কমিটি গঠন করিল:

ক্রম	ক্যাটাগরি	নাম ও পদবি	ঠিকানা ও ফোন নম্বর
১	সভাপতি (পদাধিকার বলে)	ওয়াকফ প্রশাসক	ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, ওয়াকফ ভবন, মগবাজার, ঢাকা
২	সদস্য মুতাওয়াল্লি (সুন্নী)	ইয়ার মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন, মোতাওয়াল্লী, হাজী গোলাম রসুল ওয়াকফ এস্টেট	বি-১২৬, গোলাম রসুল মার্কেট, জুবলি রোড, চট্টগ্রাম
৩	সদস্য মুতাওয়াল্লি (সুন্নী)	মোঃ গোলাম রব্বানী, মোতওয়াল্লী, সাতঘড়িয়া কবরস্থান ওয়াক্‌ফ এস্টেট	হাউজ নং-৩৫, রোড নং-৬, ধানমন্ডি, ঢাকা
৪	সদস্য মুতাওয়াল্লি (সুন্নী)	এ. এইচ. এম হায়দার আলী পারভেজ	মুন্সীপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর
৫	সদস্য মুতাওয়াল্লি (শিয়া)	সৈয়দ আহমেদ আলী	নবাব ছোট্টান হাউজ, ৪৩ নং আবুল হাসনাত রোড, বংশাল, ঢাকা
৬	সদস্য (ইসলামী ব্যক্তিত্ব)	প্রফেসর ড. যুবাইর মোঃ এহসানুল হক	চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭	সদস্য (ইসলামী শরিআহ ও সাধারণ আইনজ্ঞ)	হাফেজ মাওলানা এডভোকেট মোঃ আশিকুল ইসলাম	৯৯/২, ব্লক-এ, রোড-৩, পূর্ব বাঘমারা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৮	সদস্য (ইসলামী ব্যক্তিত্ব)	মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহিল বাকী	পেশ ইমাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।
৯	সদস্য (ভূমি আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি)	মহঃ মনিরুজ্জামান সাবেক মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	গ্রাম-নিতাইলপাড়া, ডাকঘর-দক্ষিণ মনোহরপুর, উপজেলা-কুমারখালী, জেলা-কুষ্টিয়া
১০	সদস্য (ইসলামী ব্যক্তিত্ব)	ড. আ. ক. ম আব্দুল কাদের	প্রফেসর আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১১	সদস্য (ইসলামী ব্যক্তিত্ব)	মাওলানা মুহাম্মদ মুসা	বাড়ী-১২, রোড-১০, লেন-১৪ ব্লক-সি, মিরপুর-১১ ঢাকা

২। **কর্মপরিধি:** এই কমিটি অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে ওয়াকফ এস্টেটসমূহ পরিচলনার ক্ষেত্রে ওয়াকফ প্রশাসককে তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৩। **শর্তাবলি:**

(ক) কমিটির প্রত্যেক সদস্যের মেয়াদ হইবে ৫(পাঁচ) বৎসর। তবে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো সদস্যের স্থলে নতুন সদস্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(খ) অধ্যাদেশের ২২ ধারা অনুযায়ী সরকার যে কোনো সময় যে কোনো সদস্যকে কমিটি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(গ) সরকার যে কোনো সময় কমিটি বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(ঘ) মুতাওয়াল্লী হিসেবে অর্ন্তভুক্ত এই কমিটির কোনো সদস্য, কোনো কারণে মোতাওয়াল্লী না থাকিলে কমিটিতে তাহার পদ শূন্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামাল উদ্দিন
সচিব।